54

তারিখ 31 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছাত্রলীগ-ছাত্রঐক্য স্বাগত জানাতে তৎপর ছাত্রদল

❑ প্রধানমন্ত্রী কাল বইমেলা উদ্বোধন করতে যাবেন

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা) একদলীয় নির্বাচন প্রতিহত এবং প্রধানমন্ত্রীর বইমেলা উদ্বোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ (শা-পা), ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

একই দাবিতে ছাত্রলীগ (শা-পা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের কাছে স্মারক-লিপি দিয়েছে। খালেদা জিয়ার আগমনকে অভিনন্দন জানিয়ে মিছিল সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। ছাত্রলীগের মিছিল ছাত্রদলের সমাবেশস্থল অতিক্রম করার সময় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি যেন না হয় যাতে করে আমি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হই।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত ছাত্রলীগের (শা-পা) সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বৈরাচারী খালেদা জিয়ার হাত ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও শিক্ষক হত্যার রক্তে রঞ্জিত। তার এই অপবিত্র হাত দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন হলে বইমেলা অপবিত্র হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর অপবিত্র হবে। আমাদের ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বইমেলা অপবিত্র হতে দিতে পারি না। সমাবেশে ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, সারাদেশ থেকে গণধিকৃত হয়ে খালেদা জিয়ার খায়েশ হয়েছে বইমেলা উদ্বোধন করে একুশের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করার। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, শহীদের রক্তে রঞ্জিত ক্যাম্পাসের মাটিতে কোন স্বৈরাচারের আগমন ছাত্রলীগ বরদাশত করবে না। তিনি বলেন, একদিকে খুনী খালেদা পুলিশ, বিডিআর ও আর্মি নামিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের নাটক করছে, অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনী মস্তানদের সমাবেশ ঘটিয়ে ক্যাম্পাসের পরিবেশকে উত্তপ্ত করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী, সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, মশিউর রহমান প্রমুখ।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদলকে চ্যালেঞ্জ করার মত কোন শক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তারা বলেন, আমরা সকল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু কেউ যদি আমাদের এই উদারতাকে দুর্বলতা মনে করেন তবে ভুল করবেন। তারা বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বইমেলা উদ্বোধন করতে আসবেন। আমরা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু কেউ যদি ঐদিন বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় তবে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ।

ডাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত ছাত্রদলের সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন আলম, ছাত্রদল নেতা মনিরুজ্জামান মনির, শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, মোশাররফ হোসেন ও মনির হোসেন।

কলাভবনের মূল গেটে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত সমাবেশে ছাত্রনেতৃবৃন্দ বলেন, শত আন্দোলনের পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন স্বৈরাচারী সরকার পা রাখতে সাহস পায়নি। ১লা ফেব্রুয়ারি মহান একুশে বইমেলায় খালেদা জিয়ার আগমনকেও তাই প্রতিহত করা হবে এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করা হবে।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন সমীর মিত্র, শহীদুল ইসলাম রিপন ও কামাল হোসেন বুলবুল।

ছাত্রলীগের স্মারকলিপি পেশ : ছাত্রলীগ (শা-পা) গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের নিকট পৃথক পৃথকভাবে স্মারক-লিপি দিয়েছে।

স্মারকলিপি দুটোতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর হাত কিশোর, শ্রমিক আর কৃষকের রক্তে রঞ্জিত। তিনি কোনক্রমেই বাঙালির মহান উৎসব উদ্বোধন করতে পারেন না।

যে সরকারপ্রধান একদলীয় নীল নকশার প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে চান তার কোন নৈতিক অধিকার নেই বাংলা একাডেমি তথা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করার।

উপাচার্যের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের বৈঠক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয় গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বৈঠকে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন, বইমেলার সুষ্ঠু পরিচালনাসহ সার্বিক বিষয় আলোচিত হয় বলে বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রনেতৃবৃন্দ জানান। তারা জানান, বৈঠকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বইমেলা উদ্বোধন সম্পর্কে বলেন, খালেদা জিয়া বিরোধীদলের মতামতকে উপেক্ষা করে একদলীয় প্রহসনের নির্বাচন আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তার এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি এবং আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখাব।

বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, এটি একটি গুজব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার কোন পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নেই। কিন্তু এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি যেন না হয় যাতে আমি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই।